বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি বাতিল এবং মূল্য কমানোর দাবি

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

২৩ নভেম্বর ২০১৭ মূল্যবৃদ্ধির আদেশে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য ৩৫ পয়সা বৃদ্ধি করেছে। মূল্য কমানোর প্রস্তাব নাকচ করেছে। ফলে ভোক্তাস্বার্থ ও অধিকার খর্ব হয়েছে এবং গণশুনানি অকার্যকর ও প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা এই আদেশ অবিলম্বে বাতিল এবং উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয় যতটুকু, বিদ্যুতের মূল্য ততটুকু কমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন চাই।

মূল্যবৃদ্ধির আদেশে দেখা যায়, পাইকারি বিদ্যুতে আর্থিক ঘাটতি ৭১ পয়সা। অর্থাৎ ৪ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা। আদেশে বলা হয়েছে, ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা (ইউনিট প্রতি ৬০ পয়সা) সরকারি অনুদান এবং বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিলে ভোক্তা অনুদান ৬৭১ কোটি টাকা (ইউনিট প্রতি ১১ পয়সা) হ্রাস দ্বারা উক্ত ঘাটতি সমন্বয় করা হয়েছে। তাই পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার বাড়েনি। আবার অন্যদিকে বিতরণ ব্যয়বৃদ্ধি ২ হাজার ৭৮ কোটি টাকা বিদ্যুতের মূল্যে সমন্বয় করায় মূল্যহার বেড়েছে ৩৫ পয়সা।

নিম্নেবর্ণিত কারণে উক্ত আদেশ যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত হয়নি ঃ

১. গণশুনানিতে বিইআরসি বলেছে, বিচারিক প্রক্রিয়ায় গ্রাহক পর্যায়ে মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি ন্যায্য ও যৌক্তিক হতে হয়। তা না হলে অথবা ভোক্তার জন্য মূল্যহার বৃদ্ধি অসহনীয় হলে মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখার আদেশ হতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকারকে ঘাটতি পূরণে ভর্তুকি/অনুদান দিতে হয়। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে এ ঘাটতি সমন্বয়ের দায় সরকার নেবে, আদেশে তেমন কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। সরকারকে এই অনুদানের জন্য বিইআরসি থেকে প্রস্তাবও করা হয়নি। বাস্তবে দেখা যায়, বিদ্যুৎখাতের ঘাটতি পূরণে সরকার অনুদান দেয় না, ঋণ দেয়। সে-ঋণের বোঝা ভোক্তাদের। সে-বোঝা সুদসহ বেড়েই চলেছে। এমন ভর্তুকি/অনুদানে ভোক্তাদের আপত্তি রয়েছে। ভোক্তরা বলেছে, অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধির দায় তাঁরা নেবেন না। স্বল্পমূল্যে সরকারিখাত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিডিবি'র বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভোক্তা অনুদানে গঠিত বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল। সে-তহবিলে ভোক্তার অনুদানহার তাঁর বিদ্যুৎ বিলের ৫.১৭ শতাংশ (২৬ পয়সা)। এই অনুদানহার কমানোর প্রস্তাবে ভোক্তাদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে-অনুদানহার ১১ পয়সা কমানো হয়েছে। সুতরাং ঘাটতি সমন্বয়ের এসব কৌশল গণশুনানিভিত্তিক নয় এবং অগ্রহণযোগ্য।

২. হিসেবে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পাইকারি বিদ্যুতে রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৫১৯ কোটি টাকা। বিইআরসি'র আদেশে পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার গড়ে বাড়ানো না হলেও বিতরণ ইউটিলিটি ভেদে কমানো-বাড়ানো হয়েছে। তাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সে-ঘাটতি দাঁড়াবে ৩ হাজার ৫১৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৬ গুণ। এই ঘাটতির অন্যতম কারণ ঃ (ক) উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি, (খ) আরইবি ও নেসকো'র বিদ্যুতের মূল্যহার যথাক্রমে ১৭ পয়সা ও ৬০ পয়সা কমানো। ফলে এই দুই ইউটিলিটির কারণেই ঘাটতি হবে ৩ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা। ঘাটতি বৃদ্ধির এই উভয় কারণই গণশুনানিতে অযৌক্তিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত। সুতরাং পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার সংক্রান্ত আদেশাবলী যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় বাতিলযোগ্য।

৩. আইনি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে সমতাভিত্তিক বেতন স্কেল প্রদান ও বেতন বৃদ্ধি এবং আরইবি'র জনবল ও অবচয় ব্যয়বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ বিতরণে ঘাটতি ২ হাজার ৭৮ কোটি টাকা (ইউনিট প্রতি ৩৫ পয়সা)। বিদ্যুৎ বিতরণে ওই সব ব্যয়বৃদ্ধি গণশুনানিতে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়। ফলে গ্রাহক

পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব গণশুনানিতে যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত বলে প্রমাণিত নয়। ওই সব ব্যয় বৃদ্ধিজনিত ঘাটতি সমন্বয়ে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধিতে গণশুনানিতে আপত্তি দেয়া হয়। তাই মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশ গণশুনানিভিত্তিক নয়, একান্তই বিইআরসি'র ইচ্ছামাফিক ও এখতিয়ার বহির্ভূত।

৪. গণশুনানিতে উপস্থাপিত বিদ্যুতের মূল্যহার কমানোর প্রস্তাব যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে সর্বমহলে প্রতিষ্ঠিত। অথচ উক্ত আদেশে বিইআরসি অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধির পক্ষ নিয়েছে। এমনকি ভাড়া-দ্রুতভাড়া বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি পেমেন্ট-এর পক্ষ নিয়ে গণশুনানিতে উপস্থাপিত বিচার বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করেছে এবং বিদ্যুতের মূল্যহার কমানোর প্রস্তাব নাকচ করেছে। তাতে প্রমাণিত হয় বিইআরসি পক্ষ, নিরপেক্ষ নয়। কারণ দাম কমানোর প্রস্তাবে গণশুনানিতে রেসপন্ডেন্ট হিসেবে পিডিবি কিংবা অন্য কোন পক্ষ আপত্তি দেয়নি। বিইআরসি'র কারিগরি কমিটিও কোন বক্তব্য বা মন্তব্য পেশ করেনি। গণশুনানি পরবর্তী প্রতিবেদনেও কোন পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাবের বিপক্ষে কোন মতামত আসেনি। আদেশে বর্ণিত বিইআরসি'র বক্তব্যের পক্ষেও কোন মতামত ছিল না। তাই বিদ্যুতের মূল্য কমানোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধির আদেশে বর্ণিত বিইআরসি'র বক্তব্য ভিত্তিহীন। ফলে বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রস্তাব নাকচ করার আদেশ গণশুনানিভিত্তিক হয়নি। আদেশে বিইআরসি স্ব-প্রণোদিত হয়ে মূল্য কমানোর প্রস্তাব বিরোধী ভূমিকা ব্যক্ত করেছে। উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে বিদ্যুতের দাম কমানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করার ব্যাপারে ক্যাবের প্রস্তাব নাকচ করেছে। যা বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। তাই এ-আদেশে প্রমাণ হয়, বিইআরসি স্বার্থ-সংঘাতমুক্ত নয়।

৫. 'মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাস প্রিন্সিপাল' কার্যকর করার ব্যাপারে বিইআরসি'র আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ার ব্যাপারে এনএলডিসি'র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গণশুনানিতে প্রমাণিত। ফলে অভিযোগটি খতিয়ে দেখার জন্য পক্ষগণ প্রতিনিধি নিয়ে একটি স্বার্থ-সংঘাতমুক্ত কমিটি গঠনের জন্য গণশুনানিতে সুপারিশ করা হয়। অথচ সেই কমিটি গঠনের আদেশ হয়নি। নিয়মিত মনিটরিং-এর জন্য পিডিবি'কে কারিগরি কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। কমিটি গঠনের রূপরেখায় প্রমাণিত, কমিটি স্বার্থ-সংঘাতযুক্ত।

৬. গণশুনানিতে প্রমাণ পাওয়া যায়, স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল গ্রহণের ব্যাপারে বিইআরসি'র আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে ঃ ১. স্বল্পতম ব্যয়ে কম এবং অধিকতম ব্যয়ে বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ায়, ২. ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট হার যৌক্তিক না করার কারণে নন-ফুয়েল ব্যয়হার অত্যধিক হওয়ায়, ৩. উৎপাদনে ব্যবহৃত তরল জ্বালানির দরপতন সমন্বয় যৌক্তিক ও সমতাভিত্তিক না হওয়ায় এবং ৪. উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার সমতাভিত্তিক না হওয়ায়। তাই উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে বিদ্যুতের দাম কমানোর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য গণশুনানিতে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সেই সুপারিশ গৃহীত হয়নি, বরং উপেক্ষা করেই বিইআরসি বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছে।

৭. অতঃপর গণশুনানিতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায়, সরকারের নীতিজনিত কারণে সেচ ও প্রান্তিক আবাসিক গ্রাহকদের ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অধিকতর কম মূল্যহারে বিদ্যুৎ দেয়া হয় এবং বিতরণে অযৌক্তিক জনবল ও অবচয় ব্যয় বৃদ্ধি হয়। তাতে বিতরণ ইউটিলিটি'র বছরে লোকসান হয় ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশী। এ-লোকসানের দায় সরকারের, ভোক্তার নয়। তাই গণশুনানিতে এ লোকসান সরকারি অর্থে সমন্বয়ের পর উদ্বৃত্ত অর্থ মূল্যহারে সমন্বয় করে বিদ্যুতের দাম ২৮ পয়সা কমানোর সুপারিশ করা হয়। অথচ সে সুপারিশ উপেক্ষা করে বিতরণের রাজস্ব ঘাটতি মূল্যহারে সমন্বয় করে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করা হলো ৩৫ পয়সা।

৮. গণশুনানি পরবর্তী প্রতিবেদনে ক্যাব বলেছে, বিদ্যুতের মূল্যহার যে-সব ব্যয়হারের সমন্বয়, জনবল ব্যয়হার সে সবের অন্যতম। গণশুনানির ভিত্তিতে জনবলসহ অন্যান্য ব্যয় ও ব্যয়বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্যতা বিইআরসি কর্তৃক যাচাই-বাছাইক্রমে নিরুপণ ও নির্ধারণ হতে হবে। যেহেতু বিতরণ

ইউটিলিটি'র (পিডিবি ব্যতিত) জনবল ব্যয়বৃদ্ধি গণশুনানির ভিত্তিতে নয় এবং বে-আইনী ও আইনী কর্তৃত্ব বহির্ভূত, সেহেতু বিদ্যুতের মূল্যহারে ওই ব্যয়বৃদ্ধি (১ হাজার ৪ কোটি টাকা) সমন্বয় করার ব্যাপারে ক্যাবের আপত্তি ছিল। কিন্তু সে আপত্তি উপেক্ষা করে মূল্যবৃদ্ধির আদেশ হয়েছে।

৯. বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে স্বীয় বিবেচনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো অভিন্ন বেতন কাঠামো, প্রফিট-বোনাসসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, যা কোম্পানির লাভ-ক্ষতির কিংবা পারফর্মেন্সভিত্তিক নয়। আবার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্কেল পরিবর্তনের মাধ্যমে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির অজুহাতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্কেল পরিবর্তনের মাধ্যমে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাদি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করে কৃত্রিম রাজস্ব ঘাটতি সৃষ্টি করা হয়। সে ঘাটতি সমন্বয়ে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব গণশুনানিতে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণ হয়। তা-সত্ত্বেও মূল্যহার বৃদ্ধি দ্বারা সে ঘাটতি সমন্বয়ের আদেশ হয়েছে।

১০. গণশুনানিতে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়, বিইআরসি বিদ্যুৎখাতে যেমন নিম্নধারার রেগুলেটর, বিদ্যুৎ বিভাগ তেমন উর্দ্ধ-ধারার রেগুলেটর। স্বার্থ-সংঘাতমুক্ত থাকার স্বার্থে রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইহার আওতাধীন কোন ইউটিলিটির চেয়ারম্যান বা বোর্ড-সদস্য হবেন না। কিন্তু বিদ্যুৎ খাতে হন। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের ওপর রেগুলেটরি কর্তৃত্ব আজ শতভাগ অকার্যকর। অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণহীন। মূল্যবৃদ্ধির আলোচ্য আদেশ তারই প্রমাণ।

১১. গত ২ নভেম্বর ক্যাব আয়োজিত 'বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রস্তাব' শীর্ষক মত বিনিময় সভায় বিদ্যুতের দাম কমানোর জন্য ক্যাবের ১৫ দফা সুপারিশ বাস্তবায়ন গুরুত্ব পায়। সভার প্রধান অতিথি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীকে উক্ত সুপারিশমালা দেয়া হয়। বিদ্যুৎখাত দুর্নীতি মুক্ত হতে হলে এই খাত প্রশাসন স্বার্থ-সংঘাত মুক্ত হওয়া জরুরি। সেজন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের চেয়ারম্যান ও বোর্ড-সদস্য পদ থেকে বিদ্যুৎ বিভাগের সাবেক ও বর্তমান সকল কর্মকর্তার অবমুক্তি আবশ্যক- এই মর্মে সভা অভিমত দেয়।

১২. ৮ নভেম্বর সরকারকে প্রদত্ত এক পত্রে ক্যাব বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে আপত্তি এবং বিদ্যুতের দাম কমানোর জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন কোম্পানিসমূহের চেয়ারম্যান ও বোর্ড-সদস্য পদ থেকে বিদ্যুৎ খাত প্রশাসন স্বার্থ-সংঘাত মুক্ত রাখার স্বার্থে ওই সব ব্যক্তির অবমুক্তি ও ক্যাবের ১৫ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আবেদন জানায়।

১৩. অথচ বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশে দেখা যায়, ন্যূনতম বিদ্যুৎ বিল গ্রাহক শ্রেণী বিলুপ্তি ব্যতিত গণশুনানিতে পেশকৃত ভোক্তা পক্ষের কোন সুপারিশই গৃহীত হয়নি। তাই ক্যাব ওই আদেশ বাতিল চায়।

১৪. গত ৪ ডিসেম্বর দৈনিক বণিক বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত 'পুঁজিলগ্নিতে সর্বোচ্চ মুনাফা কি বিদ্যুতে?' শীর্ষক খবরে দেখা যায়, দেশের ব্যক্তিখাত বিদ্যুৎ উৎপাদকদের নিট মুনাফার গড় মার্জিন এবং ব্যবহৃত সম্পদ ও ইকুইটির বিপরীতে মুনাফা যথাক্রমে ৩৩.০ ও ৩৭.৬ শতাংশ। মুনাফার মার্জিনে এ খাত দেশের অন্যান্য খাত এমন কি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিদ্যুৎ খাত থেকে অনেক বেশী এগিয়ে। মার্জিন সাধারণতঃ ১০-১৫ শতাংশে মধ্যে থাকে। অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধির অর্থ যে অত্যধিক ও অযৌক্তিক মুনাফায় পরিণত হয়, এই খবরই তার বড় প্রমাণ। এত বেশী মুনাফার সুযোগ কেবলমাত্র দুর্নীতি দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব। সুতরাং মুনাফার অর্থ দৃশ্যমান হলেও দুনীর্তির অর্থ দৃশ্যমান নয়। মুনাফার মতই সেই অর্থও অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক। মূল্যবৃদ্ধি এই অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তাই অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি সমন্বয়ে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে ক্যাবের আপত্তি।

১৫. গত ৩ ডিসেম্বর ১৬ জন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তাঁরা বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশ বাতিলসহ বিদ্যুতের

দাম কমানোর লক্ষ্যে ক্যাবের ১৫ দফা সুপারিশ বাস্তবায়ন চেয়েছেন। বলার অপেক্ষায় নেই যে, এ-দাবি এখন গণ দাবি।

অতএব ক্যাবের দাবি ঃ

ক. মূল্য কমানোর প্রস্তাব উপেক্ষিত হওয়া এবং মূল্যবৃদ্ধির আদেশ গণশুনানিভিত্তিক না হওয়ায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশ অন্যায় ও অযৌক্তিক। ফলে তা বাতিল করতে হবে।

খ. বিদ্যুতের দাম কমানোর লক্ষ্যে ক্যাবের ১৫ দফা সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ. দাম কমানোর লক্ষ্যে সর্বাগ্রে বিদ্যুৎখাত স্বার্থ-সংঘাত ও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। সেজন্য যেহেতু বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ খাতের উর্দ্ধ-ধারার রেগুলেটর, সেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানির চেয়ারম্যান ও বোর্ড-সদস্য পদ থেকে বিদ্যুৎ বিভাগের সাবেক ও বর্তমান সকল কর্মকর্তাকে অবমুক্ত করতে হবে।

ঘ. বিদ্যুৎখাতের সর্বস্তরের অনিয়ম, দুর্নীতি ও ভোক্তাস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম অনুসন্ধানের জন্য ভোক্তা প্রতিনিধি নিয়ে একটি স্বার্থ-সংঘাতমুক্ত টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। সে অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ওই সব কার্যক্রমের একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

[০৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ক্যাব কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত]

- ০ -

বিদ্যুতের দাম কমানোর লক্ষ্যে ক্যাবের ১৫ দফা দাবি

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যয়বৃদ্ধির কারণগুলো গণশুনানিতে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়। সেই কারণগুলোঃ ১. কমদামি বিদ্যুৎ কম এবং বেশি দামি বিদ্যুৎ বেশি উৎপাদন করা, ২. জ্বালানি আমদানি ব্যয় হ্রাস যৌক্তিক ও সমতাভিত্তিক সমন্বয় না করা, ৩. ভাড়া-দ্রুতভাড়া বিদ্যুতে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট অত্যধিক ও অযৌক্তিক ৪. বিতরণে জনবল ও অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয়বৃদ্ধি অত্যধিক, অযৌক্তিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ এবং ৫. উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও বিতরণে ইউটিলিটিদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত। তাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের হিসাবে অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি ঃ

(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা অসম ব্যবহারে ৩৩৮১ কোটি টাকা, (খ) জ্বালানির দরপতন অসমন্বয়ে ২৬৭২ কোটি টাকা, (গ) ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুতে ক্যাপাসিটি পেমেন্টে ১৭৮৬ কোটি টাকা, (ঘ) পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার ঘাটতিতে ৩৩৩ কোটি টাকা, (ঙ) সেচ ও প্রান্তিক আবাসিক গ্রাহকদের নিকট লোকসানে বিদ্যুৎ বিক্রিতে ৩০৪৬ কোটি টাকা এবং (চ) বিতরণের জনবল ও অবকাঠামোতে ১৮০৪ কোটি টাকা। মোট অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি ১৩ হাজার ২২ কোটি টাকা। ভুলনীতি ও দুর্নীতির কারণে এই অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধির পুরোটাই বহন করে ভোক্তারা। অবশ্য উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ পর্যায়ে ক্রয় প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা না থাকায় যে অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি হয়, তা এই হিসাবে আসেনি। গণশুনানিতে বলা হয়েছে, স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল এবং মেরিট অর্ডারে লোড ডিসপ্যাচ নীতি অনুসরণ করার ব্যাপারে বিইআরসি'র সুস্পষ্ট আদেশ রয়েছে, সে আদেশ প্রতিপালিত হলে উৎপাদন ব্যয়হার ১ টাকা ৫৬ পয়সা কমানো সম্ভব। অথচ সে আদেশ প্রতিপালিত না হওয়া সত্ত্বেও বিইআরসি উৎপাদন ও বিতরণ পর্যায়ে ঘাটতি যৌক্তিক গণ্য করে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। এ-কি প্রহসন, না-কি প্রতারণা– এর বিচার চায় জনগণ। উৎপাদন ও বিতরণে কৃত্রিম ঘাটতি দেখিয়ে বিদ্যুতের এই মূল্য বৃদ্ধিতে তাই সর্বস্তরের জনগণের আপত্তি রয়েছে।

বিদ্যুৎখাতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ভোক্তাস্বার্থ ও অধিকার বিপন্ন এবং অসাধু ব্যবসা প্রতিকারহীন। ফলে অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় করণীয় ঃ

১. তরল জ্বালানির বিদ্যমান মূল্যহার আইনী বৈধতাহীন। সেই মূল্যহারে দরপতন সমন্বয় না হওয়ায় যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি পায়, সে পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধি বিদ্যুতের মূল্যহারে সমন্বয় না করা,
২. বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা অসম ব্যবহার, স্বল্পতম ব্যয়ে কম ও অধিকতম ব্যয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যৌক্তিক না হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিজনিত ব্যয় মূল্যহারে সমন্বয় না করা,
৩. বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলে ৫.১৭% হারে ভোক্তাপ্রদত্ত অনুদান অব্যাহত রাখা এবং সেই অনুদান বিনিয়োগে পিডিবি'র মাধ্যমে ন্যূনতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা,
৪. এনএলডিসি'র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বার্থ-সংঘাত মুক্ত কমিটি গঠন করা,
৫. সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করা আবশ্যক। সেজন্য 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন' রোহিত করা,
৬. গণশুনানিতে ক্যাবের 'বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রস্তাব' যৌক্তিক প্রতীয়মান হওয়ায় সেই প্রস্তাব পিডিবি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিইআরসি কর্তৃক পক্ষগণ প্রতিনিধিসহ একটি কমিটি গঠন করা,
৭. উদ্বৃত্ত রাজস্ব ও ক্রস সাবসিডি'র অর্থে 'প্রান্তিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সুরক্ষা তহবিল' গঠন করা।
৮. কোম্পানিসমূহের জন্য পারফর্মেন্সভিত্তিক চাকরি কাঠামো এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দক্ষতা ও সক্ষমতাভিত্তিক বেতন কাঠামো চালু করা,
৯. পিবিএস-এর চাকরি সরকারি স্কেলের আওতায় আনা,

১০. বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটির মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বেতন-স্কেল ও বেতন-ভাতাদি ইউনিফাইড নয়, পারফর্মেন্সভিত্তিক করা,

১১. আরইবি'র জনবল ও অবচয় ব্যয়হার বৃদ্ধি অত্যধিক ও অযৌক্তিক বিধায় সোলার বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুরূপ আরইবি'র বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বিনিয়োগের ২৫% এবং বিতরণ ব্যয়ের ৩০% সরকারি অনুদানে সে-ব্যয়বৃদ্ধি সমন্বয় করা,

১২. বেশি ভোল্টেজ লেভেলের গ্রাহককে বেশি মূল্যহারে, কম ভোল্টেজ লেভেলের গ্রাহককে কম মূল্যহারে বিদ্যুৎ দেয়া,

১৩. একক বিদ্যুৎ ক্রেতা হিসেবে পিডিবি'র অধীনে ১৩২ থেকে উচ্চতর কেভি লেভেল গ্রাহকদের ন্যাস্ত করা,

১৪. পিডিবি'র জনবলকে স্ব-বেতনে প্রেষণে নিয়োগ দিয়ে দুই বছর পরীক্ষামূলকভাবে নেসকো'কে চালানো,

১৫. বিদ্যুৎখাত প্রশাসন সিবিএ প্রভাবে বিপর্যস্ত। ওজোপাডিকো ও নেসকো'র প্রশাসন খতিয়ে দেখার জন্য বিইআরসি কর্তৃক একটি স্বার্থ-সংঘাতমুক্ত কমিটি গঠন করা।

এ-সব করণীয় উপেক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে কৃত্রিম ঘাটতি সমন্বয়ের অজুহাতে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি গণশত্রুতার শামিল বলে মনে করে জনগণ। তাই ওপরে বর্ণিত ১৫ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

এসব কোনোকিছুই কোনো কাজে আসবে না, যদি বিদ্যুৎখাতকে স্বার্থ-সংঘাত মুক্ত করার জন্য উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের কোম্পানিসমূহের পরিচালনা বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ বিভাগের সাবেক ও বর্তমান সকল কর্মকর্তাদের অবমুক্ত করা না হয়।

[০৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ক্যাব কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত]

- o -

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশ জনস্বার্থ বিরোধী কেন?

২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বিইআরসি প্রদত্ত বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশ পর্যালোচনা নিচের ছকে দেখানো হলো। তাতে দেখা যায়, গণশুনানিতে পাইকারি বিদ্যুতে রাজস্ব ঘাটতি অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে প্রমান হওয়া সত্ত্বেও বিইআরসি সে ঘাটতিকে যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছে। অতঃপর বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলে ভোক্তা অনুদানহার ১১ পয়সা কমিয়ে এবং ৬০ পয়সা সরকারি অনুদান দিয়ে সে ঘাটতিহার সমন্বয় করে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছে। অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি এবং আরইবি ও নেসকো'র নিকট বিদ্যুৎ বিক্রির মূল্যহার কমানোর কারণে পাইকারি বিদ্যুতে রাজস্ব ঘাটতি- উক্ত আদেশে এমন সত্য প্রকাশ করা হয়নি। পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে বিদ্যুতের মূল্য কমানোর ব্যাপারে গণশুনানির সকল সুপারিশ এবং ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণশুনানিতে প্রদত্ত সকল আপত্তি উপেক্ষা করে বিদ্যুৎ বিতরণে রাজস্ব ঘাটতি ২ হাজার ৭৮ কোটি টাকা বিদ্যুতের মূল্যে সমন্বয় করে বিইআরসি ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যহার ৩৫ পয়সা বৃদ্ধি করেছে। তাতে গণশুনানি প্রহসন ও প্রতারণায় পরিণত এবং ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার খর্ব। ফলে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশ জনস্বার্থ বিরোধী বলে অভিহিত।

ক্র.নং	বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির কারণ এবং মূল্য কমানোর কৌশল	গণশুনানি	বিইআরসি'র আদেশ
১.	পাইকারি বিদ্যুতে রাজস্ব ঘাটতি	অন্যায় ও অযৌক্তিক	৭১ পয়সা* (২০১৭-১৮)
২.	সে-ঘাটতি ভর্তুকি বা দামবৃদ্ধি দ্বারা সমন্বয়	আপত্তি	উপেক্ষিত (সমন্বয় ভর্তুকি দ্বারা)
৩.	জ্বালানি দরপতন সমন্বয়হীনতায় রাজস্ব ঘাটতি	২৬৭২ কোটি টাকা (২০১৫-১৬)	১৭০০ কোটি টাকা (২০১৭-১৮)
৪.	উৎপাদনে অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি কমানো	সুপারিশকৃত	উপেক্ষিত
৩.	বিতরণে অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি কমানো	সুপারিশকৃত	উপেক্ষিত
৪.	বিতরণে অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি রাজস্ব ঘাটতি	১৬৩৬ কোটি টাকা	২০৭৮ কোটি টাকা
৫.	এ-ঘাটতি সমন্বয়ে বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি	আপত্তি	৩৫ পয়সা
৬.	কোম্পানি স্কেল ও সে-স্কেলে বেতনবৃদ্ধি (আরইবি)	আপত্তি	উপেক্ষিত
৭.	কোম্পানি স্কেল ও সে-স্কেলে বেতনবৃদ্ধি (নেসকো)	আপত্তি	উপেক্ষিত
৮.	কোম্পানিতে সমতাভিত্তিক স্কেল দেয়া ও বেতনবৃদ্ধি	আপত্তি	উপেক্ষিত
৯.	আরইবি'তে অযৌক্তিক জনবল ব্যয়বৃদ্ধি	আপত্তি	উপেক্ষিত
১০.	নেসকো'তে অযৌক্তিক জনবল ব্যয়বৃদ্ধি	আপত্তি	উপেক্ষিত
১১.	আরইবি'তে অযৌক্তিক অবচয় ব্যয়বৃদ্ধি	আপত্তি	উপেক্ষিত
১২.	বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলে ভোক্তা অনুদানহার অপরিবর্তিত	সুপারিশকৃত (২৬ পয়সা, ৫.১৭%)	উপেক্ষিত (১৫ পয়সা)
১৩.	বিদ্যুৎ বেচা-কেনায় পলিসিজনিত ঘাটতিহার ৫৯ পয়সা	অন্যায় ও অযৌক্তিক	উপেক্ষিত
১৪.	সঞ্চালন লাইন বিতরণ ইউটিলিটিতে রাখায় আপত্তি	প্রবিধান দ্বারা নিষ্পত্তির সুপারিশ	উপেক্ষিত
১৫.	বিদ্যুতের ভোল্টেজ যত বেশী, মূল্য তত কম	আপত্তি	উপেক্ষিত
১৬.	উচ্চ ভোল্টেজ লেভেলে লসে পাইকারি বিদ্যুৎ বিক্রি	আপত্তি	উপেক্ষিত
১৭.	বিদ্যুৎ উৎপাদন-বিতরণ ব্যয়হ্রাস পরিকল্পনা গ্রহণ	সুপারিশকৃত	উপেক্ষিত
১৮.	সুশাসন সংকট নিরসনে সিবিএ-মুক্ত বিদ্যুৎ খাত প্রশাসন	সুপারিশকৃত	উপেক্ষিত
১৯.	বিদ্যুতের দাম অপরিবর্তিত রাখা	সুপারিশকৃত	উপেক্ষিত
২০.	অস্বচ্ছতার অভিযোগে এনএলডিসি'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	সুপারিশকৃত	উপেক্ষিত
২১.	ন্যূনতম বিলদাতা গ্রাহক শ্রেণী বিলুপ্ত	সুপারিশকৃত	গৃহীত

* ঘাটতি ৭১ পয়সা। বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিলে ভোক্তা অনুদানহার ১১ পয়সা হ্রাস করে পাইকারি বিদ্যুতে ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ পয়সা।

গণশুনানিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, পিডিবি ভেঙ্গে কোম্পানি 'নেসকো' করায় বছরে পাইকারি বিদ্যুতে রাজস্ব ঘাটতি বেড়েছে ২৮৯ কোটি টাকা। পিডিবি'র জনবলকে কোম্পানি স্কেলে বেতন-ভাতাদি দিয়ে নেসকো'তে রাখায় বিদ্যুৎ বিতরণে রাজস্ব ঘাটতি বেড়েছে ১৩০ কোটি টাকা। সরকারি স্কেলের পরিবর্তে কোম্পানি স্কেলে বেতন-ভাতাদি দেয়ায় আরইবি'র জনবল ব্যয়বৃদ্ধিতে রাজস্ব ঘাটতি বেড়েছে ৭৩৬ কোটি টাকা।

কারিগরি ও আর্থিক বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য এমন অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় আরইবি'তে বৃদ্ধিতে রাজস্ব ঘাটতি বেড়েছে ৭৩৫ কোটি টাকা। লোকসানে পাইকারি বিদ্যুৎ বিক্রিতে আরইবি'র জন্য রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়ায় ৩ হাজার ৩৪৯ কোটি টাকা। গণশুনানিতে এসব রাজস্ব ঘাটতি অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত। অথচ এসব ঘাটতি যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত গণ্য করে নেসকো ও আরইবি'র ক্ষেত্রে পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার যথাক্রমে ৬২.২ পয়সা ও ১৭.৩ পয়সা কমিয়ে এবং খুচরা বিদ্যুতের মূল্যহার ৩৫ পয়সা বাড়িয়ে বিইআরসি ওই-সব রাজস্ব ঘাটতি সমন্বয় করেছে। কিন্তু পাইকারি বিদ্যুতে রাজস্ব ঘাটতি সরকারি অনুদানে সমন্বয়ের ওই আদেশ অকার্যকর। কারণ সরকার ঘাটতি সমন্বয়ে অনুদান নয়, ঋণ দেয়। সে ঋণের সুদ ঘাটতি আরো বাড়ায়। আবার সেচ ও প্রান্তিক আবাসিক গ্রাহককে সরকারি নীতিজনিত কারণে লোকসানে বিদ্যুৎ দেয়ায় যে রাজস্ব ঘাটতি, সে ঘাটতির দায় একদিকে সরকার নেয় না, অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে ব্যয়বৃদ্ধি করে। তাই বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে গণশুনানিতে কমানোর জন্য সুপারিশ করা হয়। সে-সব সুপারিশের মধ্যে অন্যতম ঃ ১. পাইকারি বিদ্যুৎ বিক্রিতে যে লোকসান, সে লোকসানের দায় সরকার নেবে, ভোক্তা নেবে না, ২. অন্যায় ও অযৌক্তিক কোন ব্যয়বৃদ্ধি বিদ্যুতের মূল্যে সমন্বয় করে মূল্যবৃদ্ধি না করা, তেমন কোন ব্যয়বৃদ্ধির দায় ভোক্তার নয়, ৩. বিদ্যুৎ উৎপাদন-বিতরণ ব্যয় কমানোর ব্যাপারে ক্যাবের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা, ৪. নেসকো'তে পিডিবি'র জনবল স্ব-বেতনে প্রেষণে রাখা, কোম্পানি বেতনে নয়, ৫. পিবিএস-এর বেতন সরকারি স্কেলে দেয়া, কোম্পানি স্কেলে নয়, ৬. কোম্পানির স্কেল ও বেতন গণশুনানির ভিত্তিতে পারফর্মেন্সভিত্তিক করা, সমতাভিত্তিক নয়, ৭. বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলে ভোক্তা অনুদান না কমানো, ৮. আরইবি'র জনবল ও অবচয় ব্যয়বৃদ্ধি যতটুকু অযৌক্তিক ততটুকু এবং নীতিজনিত কারণে লসে বিদ্যুৎ বিক্রিতে ঘাটতি- এই উভয়ই সমন্বয় করা সরকারি অর্থে, মূল্যবৃদ্ধিতে নয়, ৯. উচ্চ ভোল্টেজে ইউটিলিটিকে লসে বিদ্যুৎ না দেয়া, ১০. বিতরণ কোম্পানির নিকট সঞ্চালন লাইন না রাখা, ১১. ভোল্টেজ যত বেশী হবে, খুচরা বিদ্যুতের মূল্য তত বেশী করা, ১২. সুশাসন সুরক্ষায় বিদ্যুৎ খাত প্রশাসনকে সিবিএ-মুক্ত রাখা, ১৩. বিদ্যুৎ খাত স্বার্থ-সংঘাত ও দুর্নীতি মুক্ত রাখার স্বার্থে উৎপদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ইউটিলিটি'র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ থেকে বিদ্যুৎ বিভাগের সাবেক ও বর্তমান সকল কর্মকর্তাকে অবমুক্ত করা ইত্যাদি। এসব কোন সুপারিশই বিইআরসি গ্রহণ করেনি। তদুপরি বিদ্যুতের মূল্য কমানোর পরিবর্তে গণশুনানি উপেক্ষা করে মূল্যবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছে। ফলে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আদেশ জনস্বার্থ বিরোধী হয়েছে।

[০৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ক্যাব কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত]

- o -